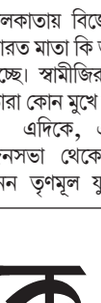

স্বামীজিকে সাক্ষী রেখে রাজনৈতিক তর্জা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : প্রত্যাশামতোই স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনকে সামনে রেখে তৃণমূল এবং বিজেপির লড়াই শুরু হয়ে গেল। মঙ্গলবার উত্তর কলকাতায় যদিও দলীয় পতাকা ছাড়া মিছিল করল বিজেপি, তবে সেখানে রইলেন দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায় প্রমুখ। অন্যদিকে, এদিন বিকেলে দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্ক থেকে হাজরা পর্যন্ত মিছিল করল তৃণমূল। সেখানে তৃণমূলের অঘোষিত 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাংসদ শান্তনু সেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দুটি মিছিল থেকেই একে অপরের দিকে তীব্র আক্রমণ শানাল। এদিন মিছিলে অংশ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'বিজেপি প্রতিবছরই এই দিনটি পালন করে। এর মধ্যে রাজনীতির কিছু নেই।' অন্যদিকে, কয়েকদিন আগেই শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, 'লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে।' এদিন হাজরা মোড়ের সভা থেকে অভিষেক তার পালটা হিসেবে বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দকে সামনে রেখে বিরোধী দলের মোকাবিলা করার আমাদের প্রয়োজন নেই। রাজনীতির ময়দানে আমরা লড়াই করব।'

রাজপথে রাজনৈতিক লড়াইয়ের চেহারা প্রকট হলেও সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কেউই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে জাহির করতে চাননি। সকালেই সেখানে যান তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া শুভেন্দু অধিকারী, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায় প্রমুখ। স্বামীজির আদর্শ ও ভাবধারা কোন দল বেশি মেনে চলে তা নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে এদিন। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমরা ছোট থেকে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে বড় হয়েছি। আমাদের কাছে এই দিনটি অন্যরকম আবেগের। আমাদের বাঙালি সাজার জন্য স্বামীজির জন্মদিন উদযাপন করতে হয় না।' বিজেপির মিছিল নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, 'এদিন উত্তর কলকাতায় বিজেপির মিছিলে দেখলাম ভারত মাতা কি জয় স্লোগান দিয়ে মিছিল হচ্ছে। স্বামীজির আদর্শ যারা মানে না তারা কোন মুখে স্বামীজির নাম নেয়?'

এদিকে, এদিন হাজরা মোড়ের জনসভা থেকে বিজেপিকে একহাত নেন তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'স্বামীজি বলেছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা। আর বিজেপি শুধুমাত্র একটি ধর্মের কথা বলে। কোন মুখে এরা স্বামীজির নাম নেয়?' গুজরাটে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি তৈরি করাকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা দিয়ে সর্দারজির মূর্তি তৈরি হয়েছে তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা প্রতিবাদও করছি না। কিন্তু কেন কেন্দ্রীয় সরকার ৩ হাজার কোটি টাকা দিয়ে কলকাতায় স্বামীজি বা নেতাজির মূর্তি তৈরি করবে না? এরা কোন মুখে স্বামীজির নাম নেয়? ২০১৪ সালে স্বামীজির মূর্তি সামনে রেখে বিজেপি ভোট চেয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর তারা বেলুড় মঠের জন্য একটি কাজও করেনি। কেন তাদের মানুষ ভোট দেবে?' এদিকে, এদিন মহারাজ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ বলেন, 'স্বামীজির পৈতৃক ভিটে এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি অডিটোরিয়ামের জন্য শুভেন্দু অধিকারী এক কোটি টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হুগলি রিভারব্রিজ কমিশনের তহবিল থেকে সেই টাকা এসেছিল।'

দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্ক থেকে হাজরা পর্যন্ত তৃণমূলের মিছিল।

উত্তর কলকাতায় বিজেপির মিছিল। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

এদিন বিকেলে দুর্গাপুরের প্রান্তিকে মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর এই প্রথম দুর্গাপুরে তিনি সভা করলেন। শুভেন্দুর যোগদানের দিনই দুর্গাপুর পুরসভার এক বিদায়ি মেয়র পারিষদ তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন বিদায়ি কাউন্সিলার তলায় তলায় বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলেও তৃণমূলের কাছে খবর এসেছে। এই পরিস্থিতিতে এদিন দুর্গাপুরে শুভেন্দুর মিছিল ঘিরেও রাজনৈতিক মহলের নজর ছিল। দুর্গাপুরের মিছিল থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করে শুভেন্দু স্বভাবসিদ্ধভাবে বলেন, 'তৃণমূল দলটা এখন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। কারও আত্মসম্মান থাকলে তিনি ওই দলের কর্মচারী হয়ে থাকতে পারবেন না।'

অন্যদিকে, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে অনুষ্ঠান ও প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিবেক চেতনা উৎসবে অংশ নেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সদস্য দিলীপ মহারাজ, সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, লোকসংগীত শিল্পী স্বপন বসু, ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর সুদর্শনা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বালিগঞ্জ প্লেসে স্বামীজির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে উৎসবের সূচনা হয়েছিল। এলাকার কোভিড যোদ্ধাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নিখরচায় ছানিপড়া সহ চোখের যাবতীয় সমস্যার চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সুদর্শনা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা মেনে আমরা দুঃস্থ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়েছি। যাঁরা পরিজনদের হারিয়েছেন বা পড়াশোনা চালাতে সমস্যায় পড়েছেন তাঁদের সাহায্য করছি। করোনা পরিস্থিতিতে ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের কোনও শিশুর পড়াশোনা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমরা সেজন্য ব্যবস্থা নিয়েছি।'

মেট্রোর কাজ, বন্ধ থাকবে রাস্তা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্য ১৫ জানুয়ারি রাত ১১টা থেকে শিয়ালদা থেকে মহাত্মা গান্ধি রোড ও শিয়ালদা থেকে বেলেঘাটামুখী ফ্লাইওভার পরবর্তী পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে। মঙ্গলবার কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন বা কেএমআরসির তরফে বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে। সংস্থা থেকে জানানো হয়েছে, মেট্রো প্রকল্পে এখন সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ চলছে। এই কারণে ওই রাস্তা ও ফ্লাইওভার দিয়ে যান চলাচল আপাতত বন্ধ থাকবে। বিকল্প রাস্তা হিসেবে দক্ষিণ কলকাতার দিক থেকে আসা গাড়িগুলি আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড হয়ে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছোবে। উত্তর কলকাতার দিক থেকে আসা যানবাহনগুলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ধরে শিয়ালদার এনআরএস হাসপাতাল পর্যন্ত চলাচল করবে। কিছু গাড়ি রাজাবাজার ক্রসিং থেকে নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড ও ফুলবাগান রোড হয়ে শিয়ালদা স্টেশনে যেতে পারবে। পূর্বদিক থেকে আসা গাড়িগুলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড দিয়ে যাতায়াত করবে। এমজি রোডগামী গাড়িগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে নারকেলডাঙা মেন রোড দিয়ে। বাস ও মিনিবাসগুলি আপাতত রাজাবাজার ট্রামডিপো পর্যন্ত চলবে। ১৯ তারিখ সকাল ৬টা পর্যন্ত ওই রাস্তা ও ফ্লাইওভার বন্ধ থাকায় ঘুরপথে গন্তব্যে পৌঁছোতে সময় বেশ কিছুটা বেশিই লাগবে বলে নিত্যযাত্রীদের আশঙ্কা।

বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী টুইট করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'স্বামীজি সম্প্রীতি ও শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর দেখানো পথেই দেশ আরও এগিয়ে যাবে বলে আশা করি।' এদিন বিকেল ৩টে নাগাদ রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে গিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সেখানে রাজ্যপাল বলেন, 'স্বামীজি আদর্শে আমরা চলছি। স্বামীজির বাণী আমরা মেনে চলতে পারলে দেশের উন্নয়ন কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

টিকা নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ

আসানসোল, ১২ জানুয়ারি : আসানসোলের সেনরেলে রোডে রেলের আন্ডারপাসের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের পর মঙ্গলবার দুপুরে সেটির উদ্বোধন করেন আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। এছাড়াও ছিলেন আসানসোলের ডিআরএম সুমিত সরকার। সেই অনুষ্ঠানেই টিকা প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সরকারকে একহাত নেন। তিনি বলেন, 'ভ্যাকসিন কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে দিচ্ছে। অনেকদিন আগেই তা ঘোষণা করেছে। সোমবার সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে প্রধানমন্ত্রী সে কথা জানিয়েছেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন তিনি বিনামূল্যে টিকা দিচ্ছেন। এসব একেবারেই মিথ্যে কথা। ভোট আসছে বলে তিনি এসব বলছেন।' সোমবার অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় আসানসোল পুরনিগমের পুর প্রশাসক পদে যোগ দেওয়ার পর তৃণমূলের একাংশ দাবি করে, এবার যোগ্য লোককে পুর প্রশাসক পদে বসানো হল। তৃণমূলের সেই দাবিকে নস্যাৎ করে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'জিতেন্দ্র তিওয়ারির কাছে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাজ শেখা উচিত। অমরনাথবাবু অমর থাকুন।'

বার্ডফ্লু'র আতঙ্কে মাংসের দাম কমছে

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : দিল্লি, মহারাষ্ট্র সহ কয়েকটি রাজ্যে বার্ডফ্লু'র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার দুর্গাপুরে ১০ নম্বর ওয়ার্ডে কিছু মুরগির মৃত্যুতে বার্ডফ্লু'র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এদিন আশিস মার্কেট এলাকায় বেশ কিছু হাঁস-মুরগিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। যদিও দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক জানিয়েছেন, আতঙ্কের কিছু নেই। কী কারণে ওই হাঁস ও মুরগিগুলো মারা গিয়েছে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি প্রাণীসম্পদ বিভাগের আধিকারিককেও জানানো হয়েছে।

এদিকে বার্ডফ্লু'র আতঙ্কের কারণে মুরগির মাংসের দাম কমতে শুরু করেছে। গত কয়েকদিন আগেও মুরগির মাংস ১৮০ টাকা কেজি ছিল। এখন তা ১৫০ থেকে ১৬০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। অনেকেই আবার মুরগির মাংস খেতে চাইছেন না। এখন বনভোজনের মরশুম চলছে। এই অবস্থায় বার্ডফ্লু'র আতঙ্ক তৈরি হওয়ায় পোলট্রি ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মদনমোহন মাইতি বলেন, 'প্রতি বছর শীতের সময় বার্ডফ্লু'র আতঙ্ক ছড়ানোয় ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি হয়। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে বার্ডফ্লু'তে কোনও মুরগির মৃত্যু হয়নি। রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ মুরগির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা সরাসরি সমস্যায় পড়ছেন।'

শিশিরকে দিঘা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান থেকে সরানো হল

কলকাতা ও কাঁথি, ১২ জানুয়ারি : সরাসরি কাঁথির অধিকারী পরিবারকে চাপে ফেলা শুরু করল তৃণমূল। সৌমেন্দু অধিকারীকে আগেই কাঁথি পুরসভার প্রশাসক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীকে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে জেলা রাজনীতিতে তাঁর বিরোধী বলে পরিচিত অখিল গিরিকে চেয়ারম্যান করা হল। ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে অখিল গিরি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তরুণ জানাকে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার শিশিরবাবুকে যখন এই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন রাজারহাটে একটি চোখের হাসপাতালে শিশিরবাবু ছানি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমার অ্যাকশনও নেই, রিঅ্যাকশনও নেই। ওরা সরিয়ে দিয়েছে বলে কি আমি মাথা ঠুকতে যাব? এটাতো কিছুই না। ছেলেরা দল ছাড়ার পর থেকে ওরা যেভাবে লাগাতার আমাকে ও আমার পরিবারকে অপমান করছে তা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। আমি আগেও কিছু বলিনি, আমি এখনও কিছু বলছি না। শুধু দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান নয়, তৃণমূল নেতৃত্ব আমাকে সবকিছু থেকে সরিয়ে দিক।' যদিও নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অখিল গিরির বক্তব্য, 'শিশিরবাবুর বয়স হয়েছে। উনি শ্রদ্ধেয় মানুষ। স্বাস্থ্য ও বয়সের কারণে তিনি কাজ করতে পারছিলেন না। তাই সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রবীণ সদস্য সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অখিল গিরিকে চেয়ারম্যান করার মধ্যে ভুল কিছু নেই। তিনি পশ্চিমবঙ্গেরই বিধায়ক।'

তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'শিশিরবাবুর দুই ছেলে তৃণমূল দলের নামে অনেক কথা বলেছেন। তাতে তৃণমূলের কর্মীরা দুঃখ পেয়েছেন। শিশিরবাবু তো তাঁর ছেলেদের মন্তব্য নিয়ে কোনও প্রতিবাদ করেননি। যদিও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। এটা একেবারে প্রশাসনিক ও সরকারি সিদ্ধান্ত।'

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, শিশিরবাবুকে সরিয়ে দিয়ে অধিকারী পরিবারকে কড়া বার্তা দিল কালীঘাট। একই সঙ্গে কাঁথির 'শান্তিকুঞ্জের' সঙ্গে তপসিয়ার তৃণমূল ভবনের দূরত্ব আরও বাড়ল। শিশিরবাবু বা তাঁর আরেক ছেলে দিব্যেন্দু অধিকারী এখনও তৃণমূল ছাড়েননি। যদিও দলের কোনও কর্মসূচিতে তাঁদের দেখাও যাচ্ছে না। এদিন শিশির অধিকারীর বিজেপি যোগের সম্ভাবনা নিয়ে পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তিনি বলেন, 'তৃণমূল এখনও একটা পারিবারিক দল। তারা তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা নিয়ে কিছু না বলাই ভালো।' শিশিরবাবু কি বিজেপিতে যোগ দেবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মুকুলবাবু বলেন, 'শিশিরবাবুর আসা সময়ের অপেক্ষা।' তৃণমূল সূত্রের খবর, একদিকে যেমন অধিকারী পরিবারের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে তেমনই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অখিল গিরির পরিবারকে। অখিলবাবুকে দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান করার পাশাপাশি তাঁর ছেলে সুপ্রকাশ গিরিকে জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি করা হয়েছিল। এবার তাঁকে কাঁথি পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্যও করা হল।

শুধু শিশিরবাবুকে সরিয়ে দেওয়াই নয়, এগরা ও তমলুক পুরসভার প্রশাসক পদেও বদল আনল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। এগরা পুরসভার নতুন প্রশাসক করা হয়েছে স্বপন নায়েককে এবং তমলুক পুরসভার প্রশাসক করা হয়েছে দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়কে।

আমার অ্যাকশনও নেই, রিঅ্যাকশনও নেই। ওরা সরিয়ে দিয়েছে বলে কি আমি মাথা ঠুকতে যাব? আমি আগেও কিছু বলিনি, আমি এখনও কিছু বলছি না। শুধু দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান নয়, তৃণমূল আমাকে সবকিছু থেকে সরিয়ে দিক। – শিশির অধিকারী

গঙ্গাসাগর মেলায় আসছেন পুণ্যার্থীরা। ছবি ঃ কৌশিক দত্ত

গঙ্গাসাগর মেলায় নজরদারি বাড়ানো হল

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে ভারতীয় উপকূলরক্ষীরা পশ্চিমবঙ্গের উপকূল রেখা বরাবর নজরদারি বাড়িয়েছে। মেলাজুড়ে ২৪ ঘণ্টা হোভারক্র্যাফ্ট মোতায়েন করা হয়েছে। সমুদ্রে ডুবে যাতে কারও মৃত্যু না হয় তা আটকাতে মেলার সময় রাবার জেমিনি নৌকাগুলির সমন্বয়ে একটি জীবনরক্ষাকারী দ্রুত অ্যাকশন দল মোতায়েন করা হয়েছে। উপকূল রক্ষীবাহিনী কোস্টাল সিকিওরিটি নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে বৈদ্যুতিন নজরদারিও বজায় রেখেছে। এদিকে, গঙ্গাসাগর মেলা থেকে অসুস্থ ২ জনকে তুলে নিয়ে এসে প্রাণ বাঁচাল এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। মঙ্গলবার সকালে মেলা প্রাঙ্গণে মুকুল গিরি নামে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁর বুকে হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হয়। ৫৫ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির ইসিজি করে তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যা পাওয়া যায়। তাঁকে দ্রুত এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে হাওড়ায় আনা হয়। হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে অ্যাম্বুল্যান্স নামার পর গ্রিন করিডর করে তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন বিকাল ৪টে নাগাদ একইভাবে মৃত্যুঞ্জয় বর নামে অন্য এক ব্যক্তিকে হাওড়ায় নিয়ে আসা হয়। পারিবারিক বিবাদের জেরে তিনি কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়। স্থানীয় ওই বাসিন্দাকে প্রথমে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অবস্থার অবনতি হলে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। হাওড়া হাসপাতালের ডাক্তাররা জানিয়েছেন, দুটি ক্ষেত্রেই দ্রুত পৌঁছোনোয় রোগীরা প্রাণে বেঁচেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক পি উলগানাথন জানান, মেলা প্রাঙ্গণে দিনরাত বিশেষ কন্ট্রোলরুম থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

ফেসবুক লাইভে আসছেন রাজীব, জল্পনা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে জল্পনা শুরু হয়েছে। দলের বৈঠকে তো বটেই, মন্ত্রীসভার কয়েকটি বৈঠকেও তিনি হাজির হননি। এমনকি দলের একাংশের বিরুদ্ধে তিনি সুরও চড়িয়েছেন। এবার আগামী ১৬ জানুয়ারি তাঁর ফেসবুক লাইভ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। সোমবার রাতে রাজীববাবু হঠাৎ ফেসবুকে পোস্ট করেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোনোর জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আমি সবসময় সোশ্যাল মিডিয়াকে এগিয়ে রাখি। আগামী ১৬ জানুয়ারি শনিবার ফেসবুক লাইভে আসছি।' রাজীববাবুর এই মন্তব্যের পরেই জল্পনা শুরু হয়েছে, তিনি কি ওইদিন নতুন কিছু ঘোষণা করতে পারেন? তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই বেসুরো গাইতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির পদ, মন্ত্রিত্ব ও দল থেকে ইস্তফা দিয়েছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা। দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র রথীন চক্রবর্তী। যদিও রাজীববাবু এদিন জানিয়েছেন, 'স্বাধীনতার পর সেচ দপ্তরে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। আমি সেচ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলাম। অথচ সেই সময়ই রাজ্য মন্ত্রীসভার সাফল্য উল্লেখ করে যে বই প্রকাশ করা হয়েছে তাতে সেচ দপ্তরের নাম আসেনি।' এদিকে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল দলের বিরুদ্ধে সরব হলেন। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'পদ পেলেও তৃণমূলে কাজ করা যায় না। দলের নেতারা দুর্নীতিতে যুক্ত।' বিশ্বনাথবাবু বর্তমানে আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রভাত চট্টোপাধ্যায় তাঁকে কাজ করতে দিচ্ছেন না। যদিও প্রভাতবাবু অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিশ্বনাথবাবুর অভিযোগ, বালি পাচারের সঙ্গেও দলের একাংশ যুক্ত।

পার্শ্বশিক্ষকদের মিছিল আটকে দেওয়ায় পুলিশকে রক্তচক্ষু।

পার্শ্বশিক্ষকদের নবান্ন অভিযান ঘিরে অশান্তি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : বেতন কাঠামোর পুনর্গঠন সহ একাধিক দাবিতে পার্শ্বশিক্ষকদের নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবারও ময়দান চত্বরে ধুন্ধুমার বাধল। শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগ, আদালতের অনুমতি নিয়ে তাঁরা নবান্ন অভিযান শুরু করলে পুলিশ তাঁদের আটকে দিয়ে ফের শহিদ মিনার চত্বরের ময়দানে ফিরিয়ে দেয়। ওখানে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশের অভিযোগ, পার্শ্বশিক্ষকদের অভিযান শুরুর আগেই রেড রোড, শহিদ মিনার, লেডি ডাফরিন রোড ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এতে কয়েকজন আন্দোলনকারী ও পুলিশকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুলিশ বিক্ষোভরত শিক্ষকদের একাংশকে প্রিজন ভ্যানে তোলে। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর বিকেল থেকে ওই শিক্ষকরা শহিদ মিনার চত্বরে ফিরে এসে অবস্থান ও অনশন শুরু করেন।

রাজ্যে এখন নয়া স্ট্রেনে কেউ সংক্রামিত নন

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : করোনার ক্ষেত্রে একের পর এক সুখবর। মঙ্গলবারই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে করোনার টিকা। আবার এদিনই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে জানিয়ে দিল, নতুন করে এই রাজ্যে করোনার বিলিতি স্ট্রেন আর পাওয়া যায়নি। করোনার নয়া প্রজাতিতে সংক্রামিত একমাত্র যুবক সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর শরীরে কোনও লক্ষণ ছিল না। তবে করোনা পজিটিভ হওয়ার পর ব্রিটেন ফেরত ওই যুবকের জিনম সিকোয়েন্স টেস্টে করোনার নয়া প্রজাতির উপস্থিতি পাওয়া যায়। তাঁর সংস্পর্শে আসা ৫৪০ জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে ২২০ জনের আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হয়। তাতে ১৩ জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনার নয়া প্রজাতির প্রাথমিক লক্ষণ পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে একজন ভর্তি ছিলেন। তবে জিনম সিকোয়েন্স পরীক্ষায় তাঁদের কারও লালায় বিলিতি প্রজাতির হদিস মেলেনি। তাঁদের বাড়ি ফিরে ১৪ দিনের কোয়ারান্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে লন্ডন ফেরত অনেকেই ভুয়ো নাম, ঠিকানা দিয়ে গায়েব হয়ে গিয়েছেন। তাতে সংক্রমণের আশঙ্কা কিছুটা হলেও থেকে যাচ্ছে। দৈনিক সংক্রমণ সোমবার অনেকটা নেমে এলেও মঙ্গলবার আবার দৈনিক পরীক্ষার সংখ্যা ১০ হাজার বাড়িয়ে দিতেই সংক্রামিতের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে জানানো হয়েছে, সোমবার ২৩,৩১৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৬১২টি নমুনা পজিটিভ এসেছিল। মঙ্গলবার ৩৩,০২৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে রাজ্যে সংক্রামিত হয়েছেন ৭৫১ জন। এই সময়ে করোনামুক্তি হয়েছে ৮৭৯ জনের। মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। রাজ্যে সক্রিয় সংক্রামিতের সংখ্যা নেমে এসেছে ৭৩৯২-তে। সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬.৯১ শতাংশ। কলকাতায় ২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত হয়েছেন ২৩০ জন, মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। উত্তর ২৪ পরগনায় সংক্রামিত হয়েছেন ২২০ জন, মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের।

জানাল কেন্দ্রীয় সরকার

খাদ্যমন্ত্রীর দাবি

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : দলবদল নিয়ে নয়া জল্পনা তৈরি করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। মঙ্গলবার তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র হাবড়ায় এক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আগামী মে মাসের মধ্যেই ৬ থেকে ৭ জন বিজেপি সাংসদ তৃণমূলে যোগ দেবেন। এমনকি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া কয়েকজন বিধায়কও তৃণমূলে আসার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন।' এদিন শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি জ্যোতিপ্রিয়বাবু। তিনি বলেন, 'নিজের আখের গুছিয়ে শুভেন্দু কয়েক মাসের মধ্যেই তৃণমূলে আসার চেষ্টা চালাবেন। ওর পক্ষে পাঁচমাসও বিজেপিতে থাকা সম্ভব নয়।' তিনি দাবি করেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ২২০টির বেশি আসন পাবে। তাঁর দাবি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা থেকে যাঁরা বিজেপিতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফেরার জন্য আবেদন করেছেন। এদিকে জ্যোতিপ্রিয়বাবুর এই মন্তব্যকে পাগলের প্রলাপ বলে কটাক্ষ করেছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয়বাবুর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বিজেপি থেকে যাওয়ার কেউ নেই।'

আলোচনার আগে জোটে জট

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসনরফা নিয়ে দু'পক্ষের আলোচনা শুরুর আগেই বাম-কংগ্রেস জোটের কাজিয়া প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। দুই শরিকের বিবাদের জেরে বাড়ছে তিক্ততা। আসনরফা নিয়ে আলোচনার প্রাথমিক স্তর থেকেই জোটের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন পুরুলিয়ার কংগ্রেস বিধায়ক নেপাল মাহাতো। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, ওই জেলায় ফরওয়ার্ড ব্লককে একটি আসনও ছাড়া হবে না। তাঁর ওই বক্তব্য নিয়ে তৈরি জটিলতা কাটানোর জন্য যখন উভয়পক্ষের কথাবার্তা চলছে তখন সোমবার পুরুলিয়ায় নাম না করে নেপাল মাহাতোকে 'এক টাকার নেতা' বলে আক্রমণ করেন ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এর জেরে বিধান ভবনে ক্ষোভের ঝড় ওঠে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস শিবির থেকে তোপ দাগা শুরু হয়। প্রয়াত প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রর ছেলে রোহন মিত্র এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, বামেরা হলেও হতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস নেতারা টাকার নেতা নন। আপনি এক টাকার কথা বলেছেন, নেপালবাবু এক পয়সারও নেতা নন। সিপিএমের বিরুদ্ধে পালটা টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলে বলেন, 'আপনারা তো অন্য দলের লোকের থেকে টাকা নেওয়া কয়েক কোটি টাকার নেতা।' উভয়পক্ষের শীর্ষ নেতারা এই চাপানউতোর নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে রয়েছেন।

রায়ে খুশি বাম ও কংগ্রেস

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : কৃষি আইনের ওপর সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করায় খুশি রাজ্যের বাম-কংগ্রেস জোট। আবদুল মান্নান ও সুজন চক্রবর্তী এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দেশের সরকার কৃষক বিরোধী। কর্পোরেট সংস্থার হাতে কৃষি ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে দেশের কৃষি অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে চায়। আমরা চাই, কৃষি আইন বাতিল হোক। সুজনবাবু বলেন, 'পাঁচশোর বেশি কৃষক সংগঠন এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আদালতের আজকের রায় তাদের কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'বিজেপি সরকার অহংকার ও ঔদ্ধত্যের সরকার। যখন কৃষি আইন অর্ডিন্যান্স আকারে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখনই আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। বিজেপি তখন বলেছিল, কৃষকরা খুশি। কৃষকরা যদি সত্যি খুশি হতেন, তাহলে কি আন্দোলন করতেন? আজকে সুপ্রিম কোর্ট বলছে, সকলের মতামত নেওয়া হোক। যে বিষয়ে আইন, সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হোক। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আবেদনই করেছিলাম। কিন্তু তারা কানে নেয়নি। এখন দেখার, এই কমিটির রূপরেখা কী হবে?'

শোভন-বৈশাখীকে আক্রমণ কুণাল, রত্নার

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি : চিটফান্ড ইস্যুতে এবার শোভন চট্টোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে কুণাল বলেন, 'চিটফান্ড সংস্থা আইকোরের প্রোমোটার ছিলেন শোভন। তিনি আইকোরের হয়ে সওয়াল করেছেন। সারদার কাছ থেকে এক কোটি টাকা কে নিয়েছিলেন, তা নিয়ে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কাচের ঘরে বসে ইট ছুড়ছেন শোভনবাবু।' এদিন আইকোরের বার্ষিক অনুষ্ঠানে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতির একটা ছবি দেখিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, 'আইকোর মালিক অনুকূল মাইতির কিছুদিন আগে জেলে মৃত্যু হয়েছে। আইকোর কাণ্ডে সুমন চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলে শোভন চট্টোপাধ্যায় ছাড়া পাবেন কেন? অবিলম্বে আমরা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি। আমি এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়েছি।'

সোমবার রাজনীতির ময়দানে নেমে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পালটা সমালোচনার সুর চড়ালেন শোভনের স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'শোভনের আয়নার সামনে দাঁড়ানো উচিত। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে উনি এত বড় বড় কথা বলছেন সেই মঞ্চটা তিনি পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।' বৈশাখীর জন্য শোভন মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন বলে দাবি করে রত্না বলেন, 'মন্ত্রিত্বের প্রতি ওর যথেষ্ট লোভ ছিল।' বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তাঁর মুখে আনতে ঘেন্না করে বলে জানিয়ে রত্না দেবী বলেন, 'আমার লজ্জা লাগে যখন ফেসবুকে লোকে আমার বরকে নিয়ে নানা কথা বলেন। কিন্তু বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বাজারে কী চলছে সবাই জানে।' এদিন পালটা শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কুণাল ঘোষের জন্যই আজ তৃণমূলের এই অবস্থা হয়েছে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি তৃণমূলকে ব্যবহার করেছেন। আর রত্না চট্টোপাধ্যায় মানসিকভাবে অসুস্থ। তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে।'

বৈশাখী বলেন, 'বাংলার মানুষ জানে কুণালবাবু কী। রত্না চট্টোপাধ্যায়ের কথার জবাব দিতে আমার রুচিতে বাঁধে।' এদিকে বিজেপির র‍্যালিতে যোগ দেওয়ার পরই বিজেপি অফিসে ফের শোভন ও বৈশাখীর নেমপ্লেট বসিয়ে দেওয়া হল।

> কুণাল ঘোষের জন্যই আজ তৃণমূলের এই অবস্থা। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি তৃণমূলকে ব্যবহার করেছেন। আর রত্না চট্টোপাধ্যায় মানসিকভাবে অসুস্থ। তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আছে।
>
> –শোভন চট্টোপাধ্যায়